গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জেলা প্রশাসক,সুনামগঞ্জ

এবং

বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

জুলাই ১, ২০১৮ - জুন ৩০, ২০১৯

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১.	কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র	০৩
২.	উপক্রমণিকা	০৪
৩.	সেকশন ১: কার্যাবলী	০৫
৪.	সেকশন ২: কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ	০৬-১৮
৫.	সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ (Acronyms)	১৯
৬.	সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী এবং পরিমাপ পদ্ধতি	২০-২৩
৭.	সংযোজনী ৩: অন্য দপ্তর/সংস্থার নিকট সুনির্দিষ্ট কর্মসম্পাদন চাহিদাসমূহ	২৪

জেলা প্রশাসক, সুনামগঞ্জ এর কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

(Overview of the Performance of Deputy Commissioner, Sunamganj)

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনা

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ

জেলা প্রশাসন, সুনামগঞ্জ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়ন, বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে সরকার গৃহীত কার্যক্রমসমূহ মাঠপর্যায়ে বাস্তবায়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে । শতভাগ অনাবাদী জমি চাষাবাদের আওতায় নিয়ে আসার লক্ষ্যে সুনামগঞ্জ জেলা প্রশাসন কাজ করে যাচ্ছে। ৮৮ টি ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনসাধারণকে ই-সেবা প্রদান করছে। পর্যটকদের আকর্ষণের জন্য তাহিরপুর উপজেলার টেকেরঘাটে ডিসি পার্ক স্থাপনের কাজ এগিয়ে চলছে। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বীর মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতি রক্ষার্থে তাঁদের স্মৃতিকথন সম্বলিত ডায়েরী এবং ভিডিও ডকুমেন্টারী তৈরী করা হয়েছে। জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে জেলার সকল ইউনিয়ন পরিষদে **"ইউনিয়ন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ও লাইব্রেরি"** স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে জেলার ২ টি উপজেলায় ও ২৮ টি ইউনিয়নে **"ইউনিয়ন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ও লাইব্রেরি"** স্থাপন করা হয়েছে। খুব দ্রুত সকল **ইউনিয়নে "ইউনিয়ন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ও লাইব্রেরি"** স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হবে। জেলার যে ৪টি স্থান মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্থানী হানাদার বাহিনীর দখল মুক্ত ছিল সকল স্থানকে **"স্বাধীনতা উপত্যকা"** ঘোষণা করা হয়েছে। স্বচ্ছ ও জবাদিহিতামূলক প্রশাসন তৈরী ও দ্রুত প্রশাসনের বার্তাসমূহ সকলকে অবহিত করার জন্য জেলা তথ্য বাতায়ন নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ

জেলার প্রায় ৮০% লোক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। এ বছর সময়মত বাঁধ নির্মাণের ফলে ও আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় বোরো ফসলের বাম্পার ফলন হয়েছে। তবে শ্রমিক সংকটের কারণে কৃষকগণ সময়মত বোরো ফসল ঘরে তুলতে পারেনি। কিন্তু সুনামগঞ্জে ধান উৎপাদন অন্যান্য বছরের তুলনায় প্রায় দেড়গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই এ জেলায় ধান/চাল সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা আরো বাড়ানো প্রয়োজন এবং খাদ্যশষ্য সংরক্ষণের জন্য অবিলম্বে এ জেলায় একটি সাইলো নির্মাণ করা প্রয়োজন। জেলার সামাজিক সমস্যার মধ্যে নিম্নশিক্ষার হার, স্বাস্থ্য সেবার অপ্রতুলতা, অপর্যাপ্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা, অপ্রতুল স্যানিটেশন কভারেজ, কতিপয় কুসংস্কার ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। প্রয়োজনীয় সেচের ব্যবস্থা না থাকা, জনবলের ঘাটতি এবং বন্যায় ফসল নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনার কারণে এ জেলার অনেক জমি অনাবাদী থাকে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

জেলার আইনশৃঙ্খলা রক্ষার কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করা, জেলার শিক্ষার মান উন্নয়নসহ তথ্য-প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে এ জেলার সার্বিক উন্নয়ন কার্যক্রম সমন্বয়ের মাধ্যমে জনগণের দোরগোড়ায় নাগরিক সেবা পৌঁছানো। জেলা পর্যায়ে ই-ফাইল বাস্তবায়ন করা এবং দাপ্তরিক কাজে কাগজের ব্যবহার যথাসম্ভব কমিয়ে এনে সম্পূর্ণ কম্পিউটারাইজড্ পদ্ধতিতে নথি নিষ্পত্তি করা। সিটিজেন চার্টারে প্রদত্ত সময়সীমার মধ্যে সেবা প্রদান নিশ্চিত করা। জেলার অবশিষ্ট চাষযোগ্য অনাবাদী জমি চাষাবাদের আওতায় নিয়ে আসা। সুনামগঞ্জ-এ বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা রাখা। সুনামগঞ্জ জেলাকে পর্যটন নগরী হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য আকর্ষনীয় স্থান, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহকে যথাযথভাবে সংরক্ষণ ও উন্নয়ন সাধন করা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ

- সুনামগঞ্জ জেলায় সমন্বিত উন্নয়ন উদ্যোগ বাস্তবায়ন
- ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সকল অফিসে ই-ফাইল কার্যক্রম বাস্তবায়ন
- প্রতিটি উপজেলার তিনটি করে ইউনিয়নের শতভাগ আবাদযোগ্য জমি চাষাবাদের আওতায় আনা
- প্রতিটি ইউনিয়নে ১০০০ (এক হাজার) টি করে বৃক্ষ রোপণ ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করা
- শতভাগ ভূমি উন্নয়ন কর আদায় নিশ্চিত করা
- সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী সেবা প্রদান নিশ্চিতকরণ
- ডিজিটাল সুনামগঞ্জ নির্মাণ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতামূলক প্রশাসন নিশ্চিতকরণে জেলা তথ্য বাতায়নের মাধ্যমে তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিতকরণ।
- উপজেলা পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

উপক্রমণিকা (Preamble)

সরকারি দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০২১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

জেলা প্রশাসক, সুনামগঞ্জ

এবং

বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট

এর মধ্যে ২০১৮ সালের জুন মাসের **২৫** তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন:

সেকশন ১

রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি

১.১ রূপকল্প (Vision) :

দক্ষ, গতিশীল, উন্নয়ন সহায়ক এবং জনবান্ধব প্রশাসন।

১.২ অভিলক্ষ্য (Mission):

প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি, তথ্যপ্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার ও সেবাদাতাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন এবং উদ্ভাবন চর্চার মাধ্যমে সময়াবদ্ধ, মানসম্মত সেবা ও সুশাসন নিশ্চিত করা।

১.৩ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives)

১. জেলা পর্যায়ের দপ্তরসমূহের উন্নয়নমূলক কার্যক্রসমূহের কার্যকর সমন্বয়সাধন

২. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, বনায়ন, জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ সংরক্ষণসহ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ত্বরান্বিতকরণ;

৩. সামাজিক নিরাপত্তামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন জোরদারকরণ;

৪. রাজস্ব প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় গতিশীলতা আনয়ন;

৫. জনশৃঙ্খলা ও জননিরাপত্তা সংহতকরণ

৬. জনসচেতনতামূলক কার্যক্রমে জনউদ্বুদ্ধকরণ জোরদারকরণ;

৭. মানবসম্পদ উন্নয়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ;

১.৪ আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ:

১. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন জোরদারকরণ

২. কার্যপদ্ধতি, কর্মপরিবেশ ও সেবার মানোন্নয়ন

৩. আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন

৪. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন জোরদারকরণ

১.৫ কার্যাবলী (Functions):

১. আন্ত:বিভাগীয় কর্মকান্ডের সমন্বয় এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নে সমন্বয়কারীর দায়িত্ব পালন;

২. সরকার কর্তৃক কৃষি, স্বাস্থ্যসেবা ও জনস্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, নারী ও শিশু, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর কল্যাণ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা এবং শিক্ষা বিষয়ক গৃহীত সকল নীতিমালা ও কর্মসূচির সুষ্ঠু বাস্তবায়ন, তত্ত্বাবধান, পরিবীক্ষণ ও সমন্বয়সাধন;

৩. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম গ্রহণ, জিআর, টিআর, কাবিটা, ভিজিডি, ভিজিএফ, অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসৃজন ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন, তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ;

৪. ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যসমূহ সংরক্ষণসহ পরিবেশ দূষণের ফলে সৃষ্ট জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় জনসচেতনতা সৃষ্টি, বনায়ন, বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সার্বিক সহায়তা করা এবং সার্বিক সমন্বয় সাধন ও পরিবীক্ষণ;

৫. সামাজিক নিরাপত্তা ও দারিদ্র্য বিমোচনে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক গৃহীত ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি. একটি বাড়ী একটি খামারসহ বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সার্বিক সহায়তা প্রদান ও কার্যকর সমন্বয় সাধন;

৬. ভূমি রাজস্ব প্রশাসনের সার্বিক নিয়ন্ত্রণ, তত্ত্বাবধান এবং পরিবীক্ষণ;

৭. জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেসি সম্পর্কিত যাবতীয় ক্ষমতা প্রয়োগ, মোবাইল কোর্ট পরিচালনা, জেলার সার্বিক আইনশৃঙ্খলা রক্ষাপূর্বক জনজীবনে স্বস্তি আনয়ন এবং ভিভিআইপিদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত কার্যাবলি;

৮. জাতীয় ই-গর্ভনেন্স কার্যক্রম বাস্তবায়ন, সেবা পদ্ধতি সহজীকরণ, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সেবা প্রদান, জেলা তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ, সামাজিক গণমাধ্যম ব্যবহার, এবং বিভিন্ন পর্যায়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিসহ অন্যান্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা ও তদারকি।